ভূমিকা ঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং জারীকৃত আদেশসমূহ সংকলিত অবস্থায় পুস্তকাকারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছাড়াও আইনজীবী ও লেখকগণ প্রকাশ করে বাজারে সহজপ্রাপ্য রাখছেন। কিন্তু আইন, আদেশ ও বিধানাবলী ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ্যে সহজবোধ্য নাও হতে পারে। অথচ স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাবে অনেক করদাতা যথাযথভাবে কর প্রদান করতে পারেন না। করদাতা এবং ক্রেতা সাধারণকে কর প্রদান ও কর আদায় নিশ্চিত করতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহজবোধ্যভাবে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, টার্ণওভার কর ও আবগারী শুল্ক সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পুস্তিকাসমূহ প্রণয়ন করেছে ঃ

পুস্তিকা নং-১ ঃ মূসক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য
পুস্তিকা নং-২ ঃ নিবন্ধন
পুস্তিকা নং-৩ ঃ টার্ণওভার কর
পুস্তিকা নং-৪ ঃ মূল্য ঘোষণা
পুস্তিকা নং-৫ ঃ হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি সংরক্ষণ
পুস্তিকা নং-৬ ঃ চালানপত্র
পুস্তিকা নং-৭ ঃ উপকরণ কর রেয়াত ও সমন্বয়
পুস্তিকা নং-৮ ঃ দাখিলপত্র
পুস্তিকা নং-৯ ঃ ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক
পুস্তিকা নং-১০ ঃ মূসক ব্যবস্থায় ECR/POS ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১১ ঃ মূসক ব্যবস্থায় স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১২ ঃ ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং এবং বীমা সেবার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৩ ঃ আমদানি পর্যায়ে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৪ ঃ মূসক ব্যবস্থায় রপ্তানি কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৫ ঃ মূসক ব্যবস্থায় প্রত্যর্পণ কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৬ ঃ অপরাধ, শাস্তি ও আপীলের বিধান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে যে, প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহ পাঠে করদাতা ও ক্রেতা সাধারণ মূল্য সংযোজন কর আইন ও প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং তা সরকারের রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

১। মূসক আইনে প্রত্যর্পণ বলতে কি বুঝায় ?

সরাসরি বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত উপকরণ কর (Input tax) হিসেবে পরিশোধিত মূসক, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, (আগাম প্রদত্ত আয়কর [AIT] এবং সরকার কর্তৃক ফেরত অনুমোদিত নয় এমন কোন পণ্যের সম্পূরক শুল্ক ব্যতীত), আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর ফেরত প্রাপ্তিকেই প্রত্যর্পণ বলে।

২। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ প্রাপ্য হবে ?

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ দাবী করা যাবে,

(ক) সরাসরি বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে,
(খ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ক্ষেত্রে,
(গ) স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে রপ্তানির প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে,
(ঘ) আদেশ দ্বারা নির্ধারিত আন্তর্জাতিক সংস্থা, কূটনৈতিক মিশন ইত্যাদি কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্যের ক্ষেত্রে,
(ঙ) বাংলাদেশ হতে বিদেশগামী কোন যানবাহনে বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য বা অন্যকোনো সামগ্রীতে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর প্রদত্ত শুল্ক ও কর।

৩। কত দিনের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবী করা যাবে ?

রপ্তানির তারিখের ৬ মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবী করা যাবে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানির তারিখ বলতে দি কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৩১ এর বিধান অনুযায়ী 'বিল অব এক্সপোর্ট' দাখিলের তারিখকে বুঝাবে।

৪। প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে দু'টি হার প্রযোজ্য রয়েছেঃ

(ক) **প্রকৃত হার (actual rate) ঃ** রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তার বিপরীতে পরিশোধিত প্রকৃত শুল্ককরাদি।

(খ) **সমহার (flat rate)** ঃ কতিপয় পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতি একক পণ্য রপ্তানির বিপরীতে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (DEDO) এর সুপারিশের ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে প্রত্যর্পণ প্রদানের আদেশ দিতে পারে। এইরূপ পদ্ধতিতে বর্তমানে অনেকগুলো পণ্যের সমহার নির্ধারণ করা আছে।

৫। কি কি পদ্ধতিতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা যেতে পারে ?

৩টি পদ্ধতিতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা:

(ক) **চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ গ্রহণ** ঃ যে সকল রপ্তানিকারক রপ্তানির পাশাপাশি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগের জন্য পণ্য সরবরাহ করেন তারা বাংলাদেশে সরবরাহকৃত পণ্যের ওপর প্রদেয় করের বিপরীতে রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের ওপর প্রত্যর্পণযোগ্য সব শুল্ক ও কর চলতি হিসাবে সমন্বয় করতে পারবেন।

(খ) **বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ গ্রহণ** ঃ প্রত্যর্পণ গ্রহণ পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে কতিপয় পণ্যের রপ্তানির বিপরীতে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ গ্রহণের বিধান চালু আছে (ইএক্সপি প্রত্যয়নকারী ব্যাংকের শাখা থেকে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে হয়)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৫/মূসক/৯৫, তারিখ- ১৯/০৯/১৯৯৫ এর মাধ্যমে নীচের ১৬টি পণ্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ পাওয়া যায়-

১. প্রক্রিয়াজাত চামড়া (ক্র্যাস্ট ও ফিনিসড্)
২. পাটজাত পণ্যাদি/কার্পেট
৩. ইউরিয়া সার
৪. সিরামিকস্/ মেলামাইন দ্রব্যাদি
৫. এস্প্রাডিলস
৬. ট্রান্সফার পেপার
৭. টি-চেস্ট
৮. মুদ্রিত ক্যালেন্ডার
৯. স্টেনলেস স্টিল কাটলারি
১০. সিগারেট
১১. নিউজপ্রিন্ট
১২. কার্ড পিন

১৩. স্টিলের ড্রামে প্যাকেটকৃত রিফাইন্ড গ্লিসারিন
১৪. অটোমোটিভ পিপি কন্টেইনার ব্যাটারী
১৫. গরু/মহিষ এবং ছাগল/ভেড়ার ফিনিস্ড চামড়ার তৈরী জ্যাকেট
১৬. অক্সফোর্ড টাইপ লেদার সু।

ডেডো এর সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে সমহার আদেশ জারী করা না থাকলে উপরোক্ত আইটেমের বিপরীতে ব্যাংক থেকে প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে না।

(গ) **ডেডো (DEDO) হতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ** ঃ যে সব রপ্তানিকারক তাদের রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবার উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত শুল্ক ও কর চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ গ্রহণে সক্ষম নন তারা পরিদপ্তর হতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করবেন।

৬। ডেডো (DEDO) হতে কি কি পদ্ধতিতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা যায় ?

ডেডো হতে নিম্নরূপ দুই পদ্ধতিতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা যায়:

(১) **আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ** ঃ প্রত্যর্পণ গ্রহণ সহজতর করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/৯২, তারিখ- ১৯/১১/১৯৯২ জারি করে। উক্ত সাধারণ আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত রপ্তানিকারকগণ নির্ধারিত ছকে (ফরম মূসক-২২) প্রত্যর্পণের জন্য ডেডোতে মহাপরিচালক এর বরাবরে আবেদন করতে পারেন-
(ক) বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক,
(খ) যারা শুধুমাত্র মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/ সেবা উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করেন,
(গ) আইনের ধারা-১৬ অনুযায়ী মূসক নিবন্ধন হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান,
(ঘ) ১০০% রপ্তনিকারক,
(ঙ) যে সকল রপ্তনিকারকের প্রতি কর মেয়াদে প্রাপ্য প্রত্যর্পণ ঐ কর মেয়াদে স্থানীয় সরবরাহের বিপরীতে প্রদেয় করের চেয়ে বেশী।

(২) **দাখিলপত্রের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ** ঃ যে সকল রপ্তানিকারকের রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্য প্রত্যর্পণ স্থানীয় বাজারে সরবরাহের বিপরীতে প্রদেয় কর অপেক্ষা বেশী হয় তাঁরা এবং যে সকল রপ্তানিকারক মূসকযোগ্য পণ্যের শতভাগ রপ্তানি করে থাকেন তারা দাখিলপত্রের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে পারবেন।

দাখিলপত্রের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

- নির্ধারিত সময়ে রপ্তনিকারক দাখিলপত্র সার্কেল অফিসে জমা করবেন।
- সার্কেল অফিস তা যাচাই-বাছাই করে ৩০ দিনের মধ্যে প্রত্যয়ন পূর্বক ১ কপি রপ্তানিকারককে এবং ১ কপি কমিশনারেটে প্রেরণ করবেন।
- কমিশনার প্রত্যর্পণ প্রদানের জন্য দাখিলপত্র ডেডোতে প্রেরণ করবেন এবং তা প্রত্যর্পণের আবেদন হিসাবে বিবেচিত হবে
- ডেডো কর্তৃক যথাযথ যাচাই-অন্তে সঠিক প্রতীয়মান হলে প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে ৭দিনের মধ্যে এবং সাধারণ রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে ৩০ দিনের মধ্যে প্রাপ্য প্রত্যর্পণের চেক রপ্তানিকারকের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রেরণ করবে।

৭। স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে দেশের অভ্যন্তরে পণ্য সরবরাহ করলে প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে কী না ?

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে পণ্য সরবরাহ করলে তা নিম্নলিখিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে রপ্তানি বলে গণ্য হবে এবং আইন ও বিধির আলোকে প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে:

(ক) বাংলাদেশ সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে অনুদান বা ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে দাতা সংস্থার আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক থাকতে হবে;

(খ) স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রে উক্ত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের রেফারেন্স উল্লেখপূর্বক পণ্য বা সেবা ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হবে;

(গ) দরপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের সত্যায়িত কপিসহ অন্যান্য দলিলাদি স্থানীয় মূসক কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(ঘ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

৮। অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে পণ্য সরবরাহ করলে প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে কী না ?

কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন প্রকৃত রপ্তানিকারককে কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে উক্ত পণ্য বা সেবা আইন অনুযায়ী রপ্তানি বলে গণ্য হবে এবং এ ধরণের সরবরাহের বিপরীতে ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত শুল্ককরাদি আইন ও বিধির আলোকে প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে পণ্য/ সেবা গ্রহণকারীর/ প্রকৃত রপ্তানিকারকের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স থাকতে হবে এবং প্রকৃত রপ্তানিকারকের ইউ.পি./ ইউ.ডি. তে সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, পণ্যের/সেবার বর্ণনা, পরিমাণ, অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র নম্বর, তারিখ ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ থাকতে হবে।

৯। পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শূন্য কর হার ও প্রত্যর্পণের সুবিধা আছে কি?

পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা নিম্নরূপ শর্তে রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে এবং শূন্য কর হার সুবিধা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ সুবিধা পাবে:

(ক) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১০০% রপ্তানিমুখী বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী এমন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করতে হবে; যে সকল প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে প্রকৃত রপ্তানিকারকের নিকট পণ্য/ সেবা সরবরাহ করে;

(খ) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার অনুকূলে পণ্য/ সেবা গ্রহণকারীর ইউটিলাইজেশন পারমিশন বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন থাকতে হবে;

(গ) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রদত্ত করের প্রত্যর্পণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবদেনপত্রের সাথে ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ঋণপত্র, ইউটিলাইজেশন পারমিশন/ ডিক্লারেশন এর কপি, বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি সনদ, মূসক নিবন্ধন পত্রের ছায়ালিপি,

মূসক-১১ চালানপত্র, বিল অব এন্ট্রি, বিল অব এক্সপোর্টের কপি দাখিল করতে হবে।

১০। প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য কোথায় যোগাযোগ করবেন ?

প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। উক্ত দপ্তরের বর্তমান ঠিকানা ঃ চট্টগ্রাম সমিতি ভবন, ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা, ৩২, তোপখানা রোড, ঢাকা, ফোনঃ ৯৫৫৮৯৯৯, ৯৫৬১৭০০।

এ পুস্তিকার কোন বক্তব্য বা পরিভাষা বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন ও এর বিধিবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলে আইন ও বিধিবিধানের পরিভাষাই প্রাধিকার পাবে। এ বিষয়ে আরো কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মূসক স্থানীয় কার্যালয় (সার্কেল), বিভাগীয় দপ্তর, কমিশনারেটের সদর দপ্তর, নিকটস্থ মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক অনুবিভাগের কোন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূল্য সংযোজন কর অনুবিভাগ, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৩০৬৬২, ৮৩৬১৪৩২, ৯৩৫২৫৩০, ৯৩৫৮৭২৮, ৮৩২২৬৯৯ পিএবিএক্সঃ ৮৩১৮১২০-২৬ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৬১৪৩
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), মূল্য সংযোজন কর, ৬ষ্ঠ তলা, দ্বিতীয় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৬২৯৬২, ৯৩৬২৯৬৩, ৯৩৬২৯৬৪, ৯৩৬২৯৬৫ ফ্যাক্সঃ ৯৩৬২৯৬০
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট, ১৬০/এ, আইডিইবি ভবন (৪র্থ ও ৫ম তলা), কাকরাইল, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৩৫৫৯৬৪, ৯৩৩৭২৪৫, ৯৩৪০১২৪, ৯৩৫১৬৯৬ পিএবিএক্সঃ৮৩১১৮১১-৪ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৫৪৫৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট, বাড়ী-০৬, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৯৬৩১১৫, ৮৯৬৩১১৬, ৮৯৬৩১১৮, ৮৯১১৬৪৯ ফ্যাক্সঃ ৮৯১৩৪৩৩
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, চট্টগ্রাম কমিশনারেট, সিজিও বিল্ডিং নং-১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	ফোনঃ ২৫২৪০৩৭, ৭২১৪৩২, ৭২৩১৩৩, ৭২৪০৮৬ ফ্যাক্সঃ ৭১৫৮০৮
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, রাজশাহী কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯৬, সেক্টর-০২, রাজশাহী হাউজিং এস্টেট, উপশহর, রাজশাহী।	ফোনঃ ৮৬১১০১, ৮৬১১০৫, ৮৬১১০৩, ৮৬১১০৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬১৭১৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, সিলেট কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯, রোড-১৪/২৪, ব্লক-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।	ফোনঃ ২৮৩০৭৪১, ৮১০০৮৩, ৮১০০৮১ ফ্যাক্সঃ ২৮৩১৫৯৬
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, খুলনা কমিশনারেট, খালিশপুর, খুলনা।	ফোনঃ ৭৬১৭০৩, ৭৬২৪২৮, ৮৬১২১৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬২৫৯৪
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, যশোর কমিশনারেট, ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর।	ফোনঃ ৬৮৪৩৪, ৬৮৪৩৫ ফ্যাক্সঃ ৬৩৪০৫।